ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 175-183
www.athenajournalcbm.in

ঊর্মিলা চক্রবর্তীর অনুবাদে সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতা: একটি অনুবাদ-তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

শৌভিক পাল*

প্রাপ্ত: ২৮/০২/২০২২ পরিমার্জন: ১৮/০৩/২০২২ গৃহীত: ২১/০৩/২০২২

সারসংক্ষেপ: *সৃষ্টি মাত্রই তা এক অনুবাদ প্রক্রিয়া— ভাবের, কল্পনার, অনুভবের অনুবাদ। তবে 'অনুবাদ' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি এবং বিশ শতকের সত্তর দশকের শেষের দিকে (১৯৭৬-১৯৭৮) উদ্ভূত 'Translation Studies' শাখাটি যে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তা কোনো উৎসপাঠের (source text) উৎস ভাষায় বা অন্য কোনো ভাষায় (target language) বা অন্য কোনো মাধ্যমে অনুবাদকে বোঝায়। এই অনুবাদ প্রক্রিয়ায় মূলত চারটি উপাদান রয়েছে— উৎস পাঠ (source text), উৎস ভাষা (source language), উদ্দিষ্ট পাঠ (target text), উদ্দিষ্ট ভাষা (target language)। 'Translation Studies' শাখাটি সৃষ্টি হওয়ার আগে কেবলমাত্র ভাষান্তরকেই অনুবাদ হিসাবে গণ্য করা হত। Roman Jakobson ১৯৫৯ সালে লেখা 'On Linguistic Aspect of Translation' প্রবন্ধে এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটান। তিনি অনুবাদ প্রক্রিয়াকে তিনভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেন—১. সমভাষিক অনুবাদ (intralingual translation), ২. ভাষান্তর (interlingual translation), ৩. সংরূপ নির্মাণ (intersemiotic translation)। এদের মধ্যে 'সমভাষিক অনুবাদ' অনুবাদ তত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। একটা সময় পর্যন্ত মূলের (original) অন্ধ আনুগত্যই ছিল অনুবাদের সারকথা। সমভাষিক অনুবাদ এই ধারণায় পরিবর্তন আনে, সৃষ্টি হয় অনুসৃজনের পথ। মাদের বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়—ঊর্মিলা চক্রবর্তী কর্তৃক সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতার অনুবাদের অনুবাদতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এই বিচারের প্রসঙ্গে আমরা মূলত আলোকপাত করার চেষ্টা করব অনুবাদের নানান বাস্তব সমস্যাগুলির উপর। সেই সকল সমস্যার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে—অনুবাদক ঊর্মিলা চক্রবর্তী সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে কীভাবে সেই সকল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেই সমস্যাগুলি কতটা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। সর্বোপরি আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করব অনুবাদতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলির জায়গায়।*

সূচক শব্দ: *সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতা, অনুবাদতত্ত্ব, উৎস পাঠ, উদ্দিষ্ট পাঠ, অনুবাদ-সমস্যা, ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা, সংস্কৃতিগত সমস্যা।*

---

* পি এইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: shouvikpal143@gmail.com

ভূমিকা

অনুবাদক বা অনুসৃজক—প্রত্যেকেই উৎস পাঠ (original text)-এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিগুলি আলাদা। বিশ্বাসের ভিত্তি আলাদা হওয়ার জন্য অনুবাদ পর্যালোচনারও কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কোনো অনুবাদ সফল না বিফল তা নির্ধারণ করা এক সংকীর্ণ বিচার। Andre´ Lefevere কবিতা অনুবাদের মোট ৭টি পন্থার কথা বলেছেন—১. Phonemic translation, ২. Literal Translation, ৩. Metrical Translation, ৪. Poetry into prose, ৫. Rhymed translation, ৬. Blank verse translation, ৭. Interpretation। সিলভিয়া প্ল্যাথ-এর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদের পন্থা হিসাবে নিজস্ব বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ঊর্মিলা চক্রবর্তী 'Literal translation'-কে বেছে নিয়েছেন। 'নির্বাচিত কবিতা সিলভিয়া প্ল্যাথ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন— "আমি কিন্তু অনুবাদ বা ভাষান্তরকে অনুসৃজন আখ্যা দিতে রাজি নই, কারণ আমার উদ্দেশ্য মূল কবিতাকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে তার প্রকৃত মুখাবয়ব সাধ্যমতো পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। অনুসৃজন কথাটিতে কিছু প্রগলভতা প্রচ্ছন্ন থাকে। কেবল সিলভিয়া প্ল্যাথ নয়, যে-কোনও কবির কবিতার ভাষান্তরের ক্ষেত্রেই কোনও রকম স্বাধীনতা নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি না। আমি আমার ভাষান্তরকে যতদূর সম্ভব মূলানুগ, এমনকি সম্ভব হলে আক্ষরিক করবার চেষ্টাই করেছি।"[১] কিন্তু অনুবাদতত্ত্বের মজা হল এখানে যে, যে-নান্দনিক নীতিবোধ নিয়ে ঊর্মিলা চক্রবর্তী আক্ষরিক অনুবাদের কথা বলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতিবোধ নিয়ে Don Paterson তাঁর "The Eyes" গ্রন্থে Antonio Machado-র কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে উলটো কথা বলেন— "These poems are versions not translations. A reader looking for an accurate translation of Antonio Machado's words, then should stop here and go and buy another book...Literal translation can be useful in providing us with a black-and-white snapshot of the original, but a version—however subjectively—seeks to restore a light and colour and perspective."[২]

অনুবাদ-সমস্যার বিচার

সিলভিয়া প্ল্যাথের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ কতটা সফল বা বিফল হয়েছে, পাঠকের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অনূদিত পাঠ 'readerly text' না কি 'writerly text' হয়ে উঠেছে—এইসব বিষয় বর্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় নয়। অনুবাদক যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, অনুবাদ করতে গেলে তাঁকে মূলত দুই প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—১. ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা, ২. সংস্কৃতিগত সমস্যা। সিলভিয়া প্ল্যাথের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদের মধ্যে এই সমস্যাগুলো কীভাবে কাজ করেছে এবং অনুবাদক ঊর্মিলা চক্রবর্তী কীভাবে সেই সমস্যার সমাধানের পথ বেছে নিয়েছেন, তা পর্যালোচনা করাই বর্তমান সন্দর্ভের লক্ষ্য।

১. ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা: ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যার আবার তিনটি দিক—ক) রূপতাত্ত্বিক সমস্যা, খ) ধ্বনি ও ছন্দোগত সমস্যা, গ) ভাষার অন্বয়গত সমস্যা।

ক) রূপতাত্ত্বিক সমস্যার বিচার: কোনো ভাষায় একটি শব্দ বহুমুখী অর্থের বোধ ধারণ করতে পারে। কবিতায় এই বোধ আরও ব্যাপক হয় যখন কবি শব্দ দিয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। এই রকম বহুমুখী অর্থসূচক শব্দের বা চিত্রকল্প নির্মাণকারী শব্দের যথাযথ অনুবাদ করতে গেলে প্রয়োজন মূল কবিতার গভীর অনুভব।

'The Shrike' কবিতায় Sylvia Plath লিখেছেন: "As lift him apart/ From his earth-wife's side/ To wing, sleep-feathered,/ The singular air,"। এখন "singular" বিশেষণটির অনেকগুলি অর্থ হতে পারে—'অসাধারণ', 'অনন্য', 'বিস্ময়কর'/'অদ্ভুত'। ঊর্মিলা চক্রবর্তী এর মধ্য থেকে 'অনন্য' শব্দটিকে অনুবাদ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। "The singular air"-এর অনুবাদ করেছেন "সেই অনন্য বায়ুতে"। অনুবাদকের উদ্দিষ্ট আক্ষরিক অনুবাদের কথা মাথায় রেখেই প্রশ্ন তোলা যায়— তিনি কেন 'বিস্ময়কর' বা 'অদ্ভুত' অর্থটিকে গ্রহণ করলেন না, কেন 'অনন্য'

অর্থটিকেই গ্রহণ করলেন? এখানে সঙ্গত কারণে এসে পড়ে অনুবাদের 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব' (Indeterminacy Theory)-এর প্রসঙ্গ। আমেরিকান অনুবাদতাত্ত্বিক W.V.O Quine ১৯৬০-এ প্রকাশিত তাঁর "Word and Object" গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তত্ত্বটি আলোচনা করেছেন— ১. Inscrutability of reference, ২. Holophrastic Indeterminacy। এর মধ্যে 'Inscrutability of reference' তত্ত্বের প্রয়োগে উপরিলিখিত সমস্যাটির আলোচনা করা যেতে পারে। 'Singular' শব্দটির সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে ঠিক কোন অর্থটি কবির মনে কাজ করছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আমরা একথা বলতে পারি না যে ঊর্মিলা চক্রবর্তী অনূদিত 'অনন্য বায়ু' ভুল অনুবাদ বা এটাই সঠিক অনুবাদ। 'Inscrutability of reference' তত্ত্বানুসারে অনিশ্চিত অর্থবহ কোনো শব্দের একাধিক সফল অনুবাদ সম্ভব। কিন্তু কোনটিকে আমরা বেছে নেব তার বিচারে ফিরে যেতে হবে কবিতার বৃহত্তর প্রসঙ্গের দিকে। কবিতাটি একটি নববধূর স্বগতোক্তিতে লেখা, যেখানে প্রকাশ পেয়েছে তার বৈবাহিক জীবনের তীব্র যন্ত্রণা এবং হিংস্র প্রতিবাদ। তার স্বামী তাকে ছেড়ে প্রতি রাত্রে নিজের স্বপ্নের দেশে পালিয়ে যায়, সেখানে প্রবেশাধিকার নেই নববধূটির। সে "বিছানার চাদরে অভিশাপ পাকিয়ে" শুয়ে থাকে আর অপেক্ষা করে আসন্ন সকালে চিলের মতো "লাল ঠোঁট দিয়ে/ খোঁচাতে আর চুষে নিতে/ শেষ রক্তবিন্দু সেই পলাতক হৃদয়ের।" 'রাজকীয় স্বপ্ন'-র (royal dreams) হাতছানিতে 'ঘুম-পালক'-এর (sleep-feathered) ডানায় ভর দিয়ে, যে বাতাসে পুরুষটি ভেসে যায় বলে নববধূ 'অসূয়াপূর্ণ' (envious) হয়ে ওঠে, সেই বাতাস বধূটির কাছে 'অসাধারণ' বা 'বিস্ময়কর' হতে পারে না; তা 'অনন্য' অর্থাৎ একক বা নিঃসঙ্গ হওয়াই সঙ্গত। এই বাতাসে পুরুষটির সঙ্গে ভেসে যাওয়ার অধিকার বধূটির নেই (Cannot follow after)।

উৎস ভাষায় (SL) এমন অনেক শব্দ রয়েছে উদ্দিষ্ট ভাষায় (TL) যার নির্দিষ্ট কোনো প্রতিশব্দ নেই। এমন শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অনুবাদক অনন্যোপায়। 'Theory of Untranslatability' প্রয়োগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। একটি ভাষার সব শব্দ ও তার প্রকৃত অর্থ অনুবাদযোগ্য নয়। ভাষাতাত্ত্বিক ক্যাটফোর্ডের মতে 'Untranslatability' দুই প্রকার—১. Linguistic Untranslatability, ২. Cultural untranslatability। রূপতাত্ত্বিক বিচারে প্রথম বিষয়টি আলোচ্য।

Susan Bassnett-এর মতে— "On the Linguistic level, untranslatability occurs when there is no lexical or syntactical substitute in the TL for an SL item."[৩]। 'Man in Black' কবিতায় বেশ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার কোনো সঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। 'Magenta' একটি বিশেষ রং-কে বোঝায়, 'লাল' শব্দটি ব্যবহার করে যে রং সঠিকভাবে বোঝানো যায় না, কাজেই অনুবাদক 'ম্যাজেন্টা' শব্দটিকেই রেখেছেন। "Snuff-coloured sand cliffs rise/ Over a great stone spit" —এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত 'spit' শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। শব্দটির অর্থ সরু লম্বাটে ভূমিখণ্ড যা সমুদ্রে বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে। কাজেই অনুবাদককে ব্যবহার করতে হয়েছে 'যা সমুদ্রে মেশে' শব্দবন্ধটি।

রূপতত্ত্ব সমস্যা বিচারের শুরুতেই বলা হয়েছে যে চিত্রকল্প অনেকসময়েই অননুবাদ্য। 'The Colossus' কবিতার নামকরণের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। 'Colossus' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'বিরাট মূর্তি', 'অমিতক্ষমতাবান পুরুষ'। ঊর্মিলা চক্রবর্তী কোনো বাংলা প্রতিশব্দের পরিবর্তে 'কলোসাস' শব্দটিকেই নামকরণ হিসাবে রাখলেন। এর কারণ 'কলোসাস' শব্দটির ভিতর কবিতার বিষয়গত যে সামগ্রিক ব্যঞ্জনা ধারণের ক্ষমতা রয়েছে তা 'বিরাট পুরুষ' বা 'অমিতক্ষমতাবান ব্যক্তি'-র কোনো একটিকে ব্যবহার করে প্রকাশ করা যাবে না। কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে ঊর্মিলা চক্রবর্তী লিখেছেন— "কাল্পনিক নাটকীয় বিন্যাসে কবিতার বক্তা একজন পুরাতত্ত্ববিদ যিনি রোডসের সেই বিশাল কলোসাসের ভাঙা মূর্তির নানা অংশ মেলাবার চেষ্টা করেন কিন্তু মূর্তির বিশালতায় ব্যর্থ হন। সহজেই বোঝা যায় যে মূর্তির ধ্বংসাবশেষ কবির পিতার মৃতদেহের প্রতীক। কলোসাসের ভাঙা মূর্তির এই প্রতীক কিন্তু খুবই জটিল। মূর্তির বিশালতা মনে করিয়ে দেয় কীভাবে ছোটবেলায় তিনি বাবাকে বিশাল করে দেখেছেন। অথচ এখানে এই আসল মূর্তির শক্তি ক্ষয়িত

হয়েছে সময়ের আঘাতে। শিশুকালের সেই ঈশ্বরোপম পিতা যে হারিয়ে গেছেন সেই আক্ষেপের সঙ্গে মিশে আছে বাবা যে দারুণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আর পাথরের মতো কঠিন ছিলেন তাই নিয়ে বিস্ময় ও সম্ভ্রম।"[৪] আমরা জানি গ্রীক দেশের রোডস শহরে সূর্য দেবতা 'Helios'-এর বিশাল মূর্তিটির কথা, যেটি 'colossus of Rhodes' নামে পরিচিত। মূর্তিটি মাত্র চুয়ান্ন বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। 'Colossus' শব্দটির মধ্যে পুরাতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ, প্ল্যাথের ব্যক্তিগত জীবন, বাবার বিশালতার প্রতি কবির বিস্ময়, মূর্তি ধ্বংসের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বাবার মৃত্যু দ্যোতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'বিরাট মূর্তি' বা 'অমিতক্ষমতাবান পুরুষ' প্রতিশব্দগুলি 'The colossus'-এর ব্যঞ্জনাময় অর্থ-ব্যাপ্তিকে অনুবাদ করতে অক্ষম। এখানেও 'Theory of Untranslatability'-র উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি।

খ) ধ্বনি ও ছন্দোগত সমস্যার বিচার: প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু ধ্বনি ও ছন্দ-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা কষ্টকর কখনও বা অসম্ভব। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলির এই পদটি লক্ষ করা যাক—

"হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার।।"

পদটির ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'আ', 'ঈ', 'এ' ইত্যাদি দীর্ঘস্বরের বিশেষ প্রয়োগ যা ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার সম্ভব নয়।

অনুবাদে ধ্বনি ও ছন্দকাঠামোর এই জটিলতার কথা ভেবে ঊর্মিলা চক্রবর্তী সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতার অনুবাদে ছন্দ-অন্ত্যমিল বাদ দিয়েছেন। এর জন্য তিনি মার্জনা স্বীকার করে বলেছেন: "সিলভিয়া প্ল্যাথের মতো সচেতন শিল্পী কমই আছেন। তিনি কবিতার নানা আঙ্গিক নিয়ে চিরদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। টেরজা রিমার মতো জটিল ছন্দোবন্ধ ও অন্ত্যমিলও তিনি ব্যবহার করেছেন (লোরেলেই)। ভাষা আলাদা বলে সেই জটিল অন্ত্যমিল আমার পক্ষে অনুবাদে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। সেজন্য আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।"[৪] সচেতন কবির কবিতায় ছন্দ, অন্ত্যমিল কেবলমাত্র শ্রুতিমাধুরীই সৃষ্টি করে না, গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে কবিতার মর্মার্থের সঙ্গে। ফলে, ছন্দ অন্ত্যমিল অনুবাদ করা না গেলে কবিতার শ্রুতিমধুরতার পাশাপাশি অননূদিত থেকে যায় সেই সম্পর্কও। সিলভিয়া প্ল্যাথের 'Lorelei' কবিতাটি 'Terza rima' (third rhyme) ছন্দোবন্ধে রচিত। এই ছন্দোবন্ধে অন্ত্যমিলযুক্ত তিনটি পংক্তি নিয়ে এক একটি স্তবক গঠিত হয় এবং স্তবকগুলির মধ্যেও আন্তঃশৃঙ্খলা থাকে। এর অন্ত্যমিল বিন্যাস এইরকম: A-B-A, B-C-B, C-D-C, D-E-D। এই ছন্দোবন্ধে পংক্তি সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। 'Terza rima'-র এমন নিটোল অন্ত্যমিল বিন্যাস কবি কোনো অংশে মেনেছেন, কোনো অংশে মানেননি। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে বিন্যাস মানা হয়েছে (in-lapsing-sheen, dropping-fishnets-sleeping), তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে মানা হয়নি (turrets-glass-float, face-nadir-ponderous), আবার সপ্তম ও অষ্টম স্তবকে মানা হয়েছে (country-ruler-harmony, order-lodge-nightmare)। এইরকম বিন্যাস, ছন্দ-নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মানা এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার বিশেষ কারণ রয়েছে, যার উত্তর কবিতাটির মর্মার্থের মধ্যে নিহিত।

'Lorelei' বলতে বোঝায় siren, mermaid। অর্থাৎ মৎস্যকন্যা, বা সাগরগন্ধর্বিনী। গ্রীক পুরাণ অনুসারে এরা সমুদ্রবক্ষে মোহময় গান গেয়ে নাবিকদের দিকভ্রান্ত করে এবং সমুদ্রতীরবর্তী কোনো পাহাড়ের গায়ে চালিত ক'রে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। কবি চান তাদের ডাকে সাড়া দিতে, কেননা জলের গভীরে শান্তিময় মৃত্যুই পারে জীবন-শাসকের কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলা থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে। ছোটবেলা থেকেই জল তাঁর কাছে এক পরম আশ্রয়ের মতো ছিল, মৎস্যকন্যারা

যেন তাঁর মুক্তির ঠিকানা। প্রাত্যহিকতার যে নিগড়ে কবি আবদ্ধ ছিলেন তা যেন 'Terza rima'-র অটুট বন্ধন। কিন্তু যখন নদীর নিম্নতম বিন্দু থেকে মৎস্যকন্যারা ভেসে ওঠে 'অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ জীবনের গান নিয়ে' তখন কবিতাও ছন্দের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

"...They sing
Of a world more full and clear
Than can be. Sisters, your song
Bears a burden too weighty
For the whorled ear's listening"

'Lorelei'-দের আশ্চর্য গান 'সুষম শাসনকর্তা'র দেশে বসে শোনার পক্ষে অনুপযুক্ত। এই দেশের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ বোঝাতে কবিতায় আবার ফিরেছে অন্ত্যমিলের শাসন—

"Here in a well-steered country,
Under a balanced ruler.
Deranging by harmony"

কবিতার শেষের পংক্তিগুলিতে অন্ত্যমিল ফিরে এলেও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তখন ছন্দেরও ভিন্ন স্বাদ। 'Terza rima'-র বিন্যাস সেখানে জীবনের দুঃসহ কারাগার নয়, মৃত্যুর গভীর চলমানতা—

"Of your ice-hearted calling—
Drunkenness of the great depths.
O river, I see drifting
Deep in your flux of silver
Those great goddesses of peace.
Stone, stone, ferry me down there."

এই কবিতাটিতে ছন্দের যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে অনুবাদক ঊর্মিলা চক্রবর্তী তা বুঝেছিলেন—"টেরজা-রিমার অটুট বন্ধনের সঙ্গে এই অসমান অন্ত্যমিলের প্রয়োগ আমাদের প্রতিদিনের পৃথিবীর সঙ্গে নদীগর্ভের অপার শান্তির জগতের, মৃত্যুজগতের টানাপোড়েন ফুটিয়ে তোলে অসামান্য কাব্যসৌকর্যে।"[৫] তবে অনুবাদক ভূমিকাতেই জানিয়েছেন ছন্দোবন্ধ, অন্ত্যমিল অনুবাদে তিনি অক্ষম। আমাদের বুঝতে অসুবিধা থাকে না যে এই কবিতার ছন্দোরূপ, অন্ত্যমিলবৈচিত্র্য দূরে সরিয়ে রেখে অনুবাদ করলে কবিতার শরীরের অনুবাদ হবে না, অথচ এখানে রয়েছে কবিতার শরীর ও আত্মার পরিপূরক সাহচর্য। প্রশ্ন থেকে যায়, ভাষার পরিবর্তনে এই সাহচর্য অক্ষত রাখা আদৌ কি সম্ভব? কবিতার শরীর ও আত্মার সেতুবন্ধন করেছে তো ভাষা। সেই সেতু সরিয়ে অন্য ভাষার নতুন সেতু বাঁধতে গেলে তাদের মধ্যে দূরত্ব এসে পড়াই স্বাভাবিক।

গ) ভাষার অন্বয়গতসমস্যার বিচার: দুটি ভাষার আন্বয়িক গঠন (syntactical Form) কখনও এক নয়। অনুবাদের সময়ে উৎস ভাষার এই গঠনের অবিকল অনুবাদ সম্ভব নয়। 'exact translation' বা 'equivalence in translation'-এর কথা বলতে গিয়ে Anton Popovic চার প্রকার অনুবাদের কথা বলেন—

১. Linguistic equivalence: একে 'word for word translation' বলে। এখানে SL (Source Language) ও TL (Target Language)-এর শব্দ-সাম্য বজায় রাখা হয়।

২. Paradigmatic equivalence: SL ও TL-এর ব্যকরণিক নানা উপাদানের সাম্য থাকে।

৩. Stylistic equivalence: ST ও TT-এর মধ্যে অর্থগত সাম্য গুরুত্ব পায়।

৪. Textual (syntagmatic equivalence): ST ও TT এর গঠনগত সাম্য যা ভাষার আন্বয়িক সাম্য (syntagmatic structuring) নির্দেশ করে।

আবার Eugene Nida বাইবেলের অনুবাদ করতে গিয়ে দুই রকম 'Equivalence'-এর তত্ত্বের কথা বলেছেন—১. Formal Equivalence: এখানে মূল পাঠের অর্থ ও গঠনের প্রাধান্য, ২. Dynamic Equivalence: এখানে মূল পাঠের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় উদ্দিষ্ট ভাষায় অনূদিত পাঠের পাঠযোগ্যতাকে। এইসকল বিভাগের মধ্যে 'Syntagmatic equivalence' ও 'Formal equivalence' যেখানে ভাষার অন্বয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, আক্ষরিক অনুবাদের (Literal Translation) ক্ষেত্রে এই প্রকার 'equivalence'-এর বেশ কিছু দুর্বলতার দিক ঊর্মিলা চক্রবর্তীর অনুবাদে রয়ে গেছে। "When night comes black"—সিলভিয়া প্ল্যাথের 'The Shrike' কবিতার এই পংক্তিটির আন্বয়িক গঠন মেনে অনুবাদ করা হয়েছে— "যখন রাত্রি আসে কালো''। এখানে অনূদিত বাক্যটির কোনো অর্থই দাঁড়াচ্ছে না। আবার 'Daddy' কবিতার চতুর্থ স্তবকে কবি লিখেছেন—"Scrapped flat by the roller/ Of wars, wars, wars", এখানে যে 'roller'-এর কথা বলা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সেটা যুদ্ধের। বাক্যের গঠনই তা বলে দিচ্ছে। এর অনুবাদে ঊর্মিলা চক্রবর্তী যখন লেখেন— "...পোল্যান্ডের সেই শহরে/ যেটা রোলার দিয়ে গুঁড়িয়ে সমান করে দেয়া হয়েছিল/ যুদ্ধের যুদ্ধের যুদ্ধের।" মূলের অন্বয়কে মানতে গিয়ে মারাত্মক অর্থবিপর্যয় ঘটে গেছে। রোলারটি যে যুদ্ধের সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। 'roller of wars' এই বাক্যের অন্বয়ে 'of' প্রকার্য শব্দটি (Functional word) 'roller' এবং 'war'-কে যে অন্বয়সূত্রে বেঁধেছে, 'Syntagmatic translation' অনূদিত পাঠে সেই সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। এক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের নীতিতে 'stylistic equivalence' কিংবা 'Dynamic equivalence' অর্থাৎ শব্দের অর্থগত সাম্য ও অনুবাদের পাঠযোগ্যতাকে গুরুত্ব দিলে এমন বিপর্যয় ঘটত না।

সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায় কোনো ভাষার বিশেষ বাগরীতির (idiomatic expression) অনুবাদের ক্ষেত্রে। কোনো বাক্যের কেবলমাত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ (Lexical Meaning) এবং তাদের মধ্যেকার আন্বয়িক গঠন মাথায় রেখে অনুবাদ করলেও, ভাষার বিশেষ বাগরীতির ক্ষেত্রে সেই অনুবাদ সঠিক নাও হতে পারে। যেমন 'you are the apple of my eye'-এই বাক্যটির অনুবাদ কেউ যদি করেন— "তুমি আমার চোখের আপেল", তা একটি হাস্যকর অনুবাদ হয়। 'the apple of one's eye' বাগধারাটির অনুরূপ অনুবাদ হতে পারে 'কারোর চোখের মণি বা বুকের ধন'। 'Medusa' কবিতার চতুর্থ স্তবকে কবি লিখেছেন— "Tremulous breath at the end of my line"। এখানে 'the end of the line' বিশেষ আলংকারিক পদবন্ধ যার আক্ষরিক অর্থ— "চেষ্টার শেষ সীমা"। অনুবাদক বাক্যটির অনুবাদ করেছেন: "...তুমি সবসময় আছ,/ আমার ছিপের ডগায় কম্পমান শ্বাস।" অনুবাদ মূলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। 'I am sick to death of hot salt' —এখানে 'sick to death' পদবন্ধের অর্থ হল— 'অতিমাত্রায় বিরক্ত', কিন্তু এই অর্থকে না রেখে 'death'-এর আক্ষরিক অর্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন কবি— "গরম নুন আমার কাছে মৃত্যুতুল্য"। এর ফলে পংক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থের খুব একটা পরিবর্তন না ঘটলেও অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে বলা যায় না, যা অনুবাদকের প্রত্যাশিত। 'লেসবস' কবিতার একটি পংক্তি—"He is hugging his ball and chain down by the gate"। 'ball and chain'-এই 'idiom'-এর অর্থ 'প্রতিকূলতা' অথচ অনুবাদে হয়েছে—'গোল্লা-শিকল', ফলে, মূল কবিতায় জীবনের প্রতিকূলতাকে জয় করার যে ভাব রয়েছে অনুবাদে তা প্রকাশ পায়নি। বাগধারার সঠিক অনুবাদের ক্ষেত্রে 'Dynamic equivalence'-কে মেনে চলাই নিরাপদ।

W.V.O Quine যে 'Holophrastic indeterminacy'-র কথা বলেছেন এখানে তার আলোচনা করা যেতে পারে। কোয়াইনের মতে "there is more than one correct method of translating sentences where the two translations differ not merely in the meaning attributed to the sub-sentential parts of speech but also in the net import of the whole sentence"।[৬] 'The Shrike' কবিতার একটি অংশ এইরকম— "While she, envious bride,/ Cannot follow after, but lies/ With her blank brown eyes starved

wide,"। ঊর্মিলা চক্রবর্তী অংশটির দু'রকম অনুবাদ করেছেন। 'নির্বাচিত কবিতা সিলভিয়া প্ল্যাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—"যখন সে, অসূয়াপূর্ণ নববধূ,/ তাকে অনুসরণ করতে পারে না, আর শুয়ে থাকে/ তার ফাঁকা বাদামি চোখ বুভুক্ষু বিস্ফারিত"। "সিলভিয়া প্ল্যাথ: কবিতার জীবন জীবনের কবিতা' গ্রন্থে এই অংশটির অনুবাদ করেছেন একটু আলাদাভাবে—"অসূয়াপূর্ণ নববধূ,/অনুসরণ করতে পারে না তাকে বরং শুয়ে থাকে,/ তার বাদামি ফাঁকা বুভুক্ষু চোখ খুলে।" Quine-এর তত্ত্ব মেনে বলা যায় দুটি অনুবাদই সঠিক অনুবাদ এবং অনূদিত দু'টি পাঠের বাক্যাংশের অর্থগত কিছু পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠের সামগ্রিক মমার্থের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য ঘটে গেছে। প্রথম অনুবাদে 'আর'-এই 'functional word'-এর ব্যবহার 'অনুসরণ করতে পারে না' ও 'শুয়ে থাকে' বাক্যাংশ দুটির ক্রিয়ার মধ্যে একটি ভাবগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে 'আর'-এর পরিবর্তে 'বরং'-এই 'functional word'-টি বাক্যাংশের ক্রিয়া দুটির মধ্যে ভাবগত বৈপরীত্য স্থাপন ক'রে পশ্চাৎবর্তী ক্রিয়া 'শুয়ে থাকা'-কে বেশি গুরুত্ববাহী করে তুলেছে। এর ফলে অনূদিত পাঠের সামগ্রিক মর্মার্থের (net import) যে প্রভেদ ঘটেছে তা হল—প্রথম পাঠে নববধূটির অসহায়তাই হয়েছে মুখ্য। 'তাকে অনুসরণ করতে পারে না বলেই' যেন অসহায় নববধূটি শুয়ে রয়েছে এবং 'তার ফাঁকা বাদামি চোখ বুভুক্ষু বিস্ফারিত' অনুসরণের অক্ষমতার গ্লানি বহন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় পাঠে এই অক্ষমতার গ্লানিকে ছাপিয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে "বাদামি ফাঁকা বুভুক্ষু চোখ"-এর অন্তর্গত যন্ত্রণা।

২. সংস্কৃতিগত সমস্যার বিচার: কোনো ভাষা-সংস্কৃতির অন্তর্গত এমন অনেক শব্দ রয়েছে অন্য ভাষা-সংস্কৃতিতে যাদের কোনো প্রতিশব্দ নেই। আবার এমন অনেক শব্দ রয়েছে ভাষা-সংস্কৃতি ভেদে যাদের অনুষঙ্গ পালটে যায়, তার ফলে শব্দের তাৎপর্য যায় বদলে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এ এক বড় সমস্যা, সম্ভবত যে ক'টি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল তাদের মধ্যে প্রধানতম সমস্যা এটি। সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে ঊর্মিলা চক্রবর্তীকে ঘন ঘন এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে, কারণ প্ল্যাথের কবিতা বিপুল সাংস্কৃতিক উপাদান (cultural element) বহন করে। এই সমস্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকাতেই অনুবাদক আমাদের সচেতন করেছেন—"বিভিন্ন ভাষায় শব্দের অনুষঙ্গ আলাদা আলাদা। 'কাক' শব্দটিতে ভূষণ্ডি কাকের যে অনুষঙ্গ তা বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যাবে না। দুপুরে কাক ডাকার অমঙ্গলের ভাবনা ইংরেজি কবিতায় আসবে না, আবার ইংরেজি ভাষায় কাকের সঙ্গে কালো জাদু আর শয়তানের যে অনুষঙ্গ তা আমাদের কাকের মধ্যে কোথায়?...অনুষঙ্গ পরিবর্তিত হলে কবিতার মানে বদলে যায়, তাই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটুকুও পুরোপুরি ধরা দেয় না।"[৭]

সংস্কৃতিগত সমস্যার বিচারে প্রযোজ্য Catford-এর 'Cultural Untranslatability' তত্ত্ব। তত্ত্বটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে—"cultural untranslatability is due to the absence in the TL culture of a relevant situational feature for the SL text."[৮]। আমরা দুরকমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তত্ত্বটির প্রয়োগ ঘটাব—ক. উদ্দিষ্ট ভাষায় শব্দের অনুপস্থিতি, খ. সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগত অর্থপার্থক্য।

ক. উদ্দিষ্ট ভাষায় শব্দের অনুপস্থিতি: সিলভিয়া প্ল্যাথের কবিতায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ অনুবাদক সরাসরি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন কারণ ওগুলোর কোনো আক্ষরিক বাংলা নেই। যেমন—'ডিয়ার আইল্যান্ড কারাগার', 'সাইপ্রেস গাছ', 'ইয়্যু গাছ', 'ট্যাঞ্জারিন', 'ফ্যাসিস্ট', 'ভ্যাম্পায়ার', 'ফিউশ্যা ফুল', 'অ্যানিমোন', 'জেন-স্বর্গ', 'জেরানিয়াম', 'হাইড্রাঞ্জীয়া', 'ব্ল্যাকবেরি', 'ক্যাডিস পোকা', 'ক্যাটগাট', 'ঈল মাছ' ইত্যাদি। শব্দগুলির প্রতিটি প্রায় বিশেষ সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান নির্দেশ করে—গাছ, মাছ, ফুল, পোকা, ফল ইত্যাদি। বাংলার সংস্কৃতিতে সেই নির্দিষ্ট বস্তুগত উপাদানগুলি নেই বলে তাদের কোনো প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না। অবশ্য শব্দগুলিকে অনুবাদ করা যেতে পারত বাংলার সংস্কৃতিতে রয়েছে এমন কোনো উপাদানের দ্বারা যা উক্ত উপাদানগুলির সমধর্মী। তবে সেক্ষেত্রে অনুবাদ কতটা মূলানুগ হয়েছে সেই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যেত, এমনকি অনুবাদ হাস্যকরও হয়ে উঠতে পারত।

'মেডুসা' কবিতায় 'ফিউশ্যা' ফুলের গঠন ও ধর্মের কথা মাথায় রেখে অনুবাদে 'পলাশ ফুল' লেখা যেতে পারত।

কিন্তু কবিতায় 'ফিউশ্যা' ফুল যে অর্থগত তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছে তার অনুবাদ সম্ভব হত না। ফিউশ্যা ফুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়-আবেগ, নারীর সৌন্দর্য-প্রাচুর্য এবং স্বাধীনভাবে মুক্তির আকাশে ডানা মেলার প্রতীক। কবিতার পংক্তিতে ফুলের এই তাৎপর্য উজ্জ্বল— "cobra light/ Squeezing the breath from the blood bells/ Of the fuchsia."। অনুবাদে বসন্তের বার্তাবাহী 'পলাশ' কি এই তাৎপর্য বহন করতে পারবে? আবার অনুবাদক যদি ঝাড়খণ্ডের হন তাহলে 'পলাশ' কবিতার অর্থই বদলে দেবে। সেখানের লোকসংস্কৃতিতে পাতা-ঝরা শুষ্ক বনে আগুনের দাবদাহ বোঝাতে এই ফুলের ব্যবহার।

বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে Bertrand Russell ও Roman Jakobson-এর মধ্যে। Russell-এর মতে কোনো ভাষা সংস্কৃতির অন্তর্গত কোনো উপাদানের অর্থকে বুঝতে গেলে ভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির মধ্যেও উপাদানটির প্রচলন থাকা দরকার। যেমন 'cheese' শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বুঝতে গেলে বস্তুটির সঙ্গে পরিচিতি (non-linguistic acquaintance with the object) থাকা দরকার। এই মতের বিরোধিতা করে Jakobson বলেন যে বস্তুগত সংযোগ না থাকলেও কোনো উপাদানের ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের অর্থ বুঝতে অসুবিধা থাকে না। যেমন আমরা কেউ 'ambrosia' বা 'nectar'-এর (অমৃত) প্রকৃত স্বাদ জানি না, কিন্তু আমরা সবাই শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক অর্থকে বুঝি।

খ) সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগত অর্থপার্থক্য: লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস, ব্যবহার ও প্রচলন ভেদে ভিন্ন ভাষা-সাংস্কৃতিক পরিবেশে একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে মূল শব্দ এবং তার প্রতিশব্দের অর্থ অনুষঙ্গ ও প্রচলনের কারণে বদলে যায়। Susan Bassnett বলেছেন, "...understanding is the issue at the very heart of translation: not only are languages not the same, but the ways in which languages are used are never the same, so the task of the translator is indeed a highly complex one, for it requires negotiation of difference that is both linguistic and cultural."[৯]

সিলভিয়া প্ল্যাথের 'Magi' কবিতার অনুবাদে ঊর্মিলা চক্রবর্তী কবিতাটির নামকরণ করেছেন— 'জ্ঞানী মানুষেরা'। অনুবাদটি আক্ষরিকভাবে নির্ভুল। কিন্তু 'Magi' বললে শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষদেরই বোঝায় না, আমাদের মনে পড়ে যায় 'Gospel of Matthew'-এ উল্লিখিত সেই তিন জ্ঞানী মানুষের কথা, যাঁরা অকাশের একটি উজ্জ্বল তারাকে দেখে ভগবান যিশুর জন্মের খবর পেয়েছিলেন, আর রাজা হেরোডের পরামর্শে বেথলহেম-এর পথে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন যিশুর। তাঁরা শিশু যিশুকে তিনটি মূল্যবান উপহার দিয়ে যান— সোনা, গুগগুল (frankincense) ও গন্ধরস (myrrh)। বাইবেলের এই অনুষঙ্গকে সামনে রেখে প্ল্যাথ তাঁর 'Magi' কবিতাটি রচনা করেছেন। যখন কবি লেখেন "Six months in the world, and she is able/ To rock on all fours like a padded hammock" এবং "They mistake their star, these papery godfolk", বোঝা যায় এখানে বাইবেল-এ উল্লিখিত সেই তিন জ্ঞানী পুরুষের কথা বলা হয়েছে। কবি যিশুর জন্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন একটি নারীর জন্মকে। 'Magi'-এর অনুবাদে 'জ্ঞানী পুরুষেরা' লেখা হলে, খ্রিস্টধর্মের প্রসঙ্গ-কাহিনি অব্যক্ত থেকে যায় যাকে বাদ দিয়ে কবিতাটি পড়তে গেলে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। তাহলে 'Magi'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে অনুবাদক বাংলায় এমন কোন্ শব্দ বেছে নিতে পারেন যার দ্বারা বাইবেলের এই অনুষঙ্গকে ধরা যায়? 'জ্ঞানী পুরুষেরা' বা 'ম্যাজাই' শব্দটিকে হুবহু গ্রহণ করা ছাড়া অনুবাদকের কাছে সম্ভাব্য কোনো পথ নেই।

উপসংহার

ইতালিতে বহুদিন ধরে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে— "*traduttore, traditore*", অর্থাৎ অনুবাদক মাত্রই বিশ্বাসঘাতক। মূল পাঠের থেকে বিচ্যুত হওয়া বিশ্বাসঘাতকতার মতো দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল একসময়। New Testament-এর ইংরেজি অনুবাদে কিছু শব্দ পরিবর্তনের কারণে William Tyndale-কে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল ('church'-এর পরিবর্তে লিখেছিলেন 'congregation, 'penance'-এর পরিবর্তে 'repenting', 'priest'-এর পরিবর্তে 'senior')।

আসলে মূল পাঠের প্রতি অনুবাদকের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। অতীতে সেই দায়বদ্ধতা সামাজিক বাদ্ধ্যতামূলক নীতি হিসাবে ছিল, আজ নান্দনিক স্বাধীনতার যুগে তা রয়ে গেছে অনুবাদকের নিজস্ব নীতির মধ্যে। এই নীতি থেকে যাঁরা কিছুটা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, তাঁরা হেঁটেছেন অনুসৃজনের (transcreation) পথে, বাকিরা আক্ষরিক অনুবাদকে (literal translation) গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেক অনুবাদকই নিজস্ব নান্দনিক নীতিবোধের জায়গা থেকে বেছে নেন তিনি কোন পথে হাঁটবেন। মূলের প্রতি কতটা অনুগত থাকবেন আর কতটা গুরুত্ব দেবেন নিজস্ব সৃষ্টি-স্বাধীনতাকে, কতটা দায়বদ্ধ থাকবেন মূল পাঠের লেখকের প্রতি আর কতটা পাঠকের (target reader) প্রতি। অনুবাদ তত্ত্বের যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই প্রশ্ন। কোনও অনুবাদকই এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন না, এর কোনো নির্দিষ্ট উত্তরও নেই। অনুবাদের সময়ে প্রত্যেক অনুবাদক গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব অনুবাদ তত্ত্ব, বেছে নেন অনুবাদের পথ।

সূত্র নির্দেশ:

১. চক্রবর্তী, ঊর্মিলা, (২০১৫), *নির্বাচিত কবিতা: সিলভিয়া প্ল্যাথ*, আদম, পৃ. ১০।
২. Paterson, Don, (1999). (trans.). *The Eyes: a version of Antonio Machado*, Faber and Faber, pp. 55-60.
৩. Bassnett, Susan, (2005). *Translation Studies*, third ed, Routledge, p. 39.
৪. চক্রবর্তী, ঊর্মিলা, (২০১৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।
৫. চক্রবর্তী, ঊর্মিলা, (২০১৪), *সিলভিয়া প্ল্যাথ: কবিতার জীবন জীবনের কবিতা*, পরম্পরা, পৃ. ৩৭।
৬. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Holophrastic Indeterminacy Accessed on 22nd February 2022.
৭. চক্রবর্তী, ঊর্মিলা, (২০১৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।
৮. Bassnett, Susan, (2005). *op.cit.*, p. 39.
৯. Bassnett, Susan, (2014). *TRANSLATION*, Routledge, p. 9.